ISSN 2319-2151

QUEST

2018 - 19
Vol - 13

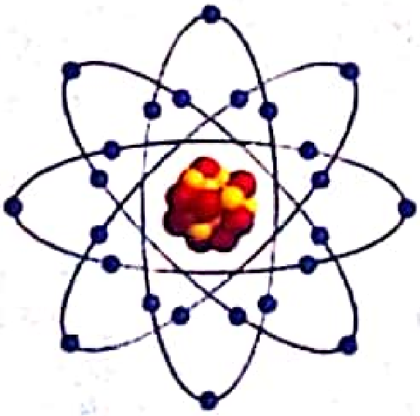

Uluberia College
Uluberia, Howrah- 711315

Scanned with CamScanner

Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,

Dipak Kumar Nath, Dr. Shubhamay Ghosh

Dr. Uttam Purkait, Dr. Momotaj Begam.

Technical Editors

Dr. Sirshendu Das & Abdulla Bin Rahaman

Advisory Committee

Dr. Urvi Mukhopadhyaya

Dept. of History, W.B. State University,

Dr. Biswajit Choudhury

Dept. of Applied Chemistry, Indian School of Mines.

Prof. Supriyo Bhattacharya

Dept. of Economics, Kalyani University,

Dr. Manidipa Sanyal

Dept. of Philosophy, Calcutta University,

Dr. Chanchal Dasgupta,

Dept. of Life Science and Biotechnology,

Jadavpur University

Scanned with CamScanner

Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

2018 - 19

Vol - 13

Uluberia College

Uluberia, Howrah-711 315

Scanned with CamScanner

CONTENTS

Part I

A Tribute to Satyendranath Bose
Dr. Chandra Das 3

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোবাধ্যায়
ডঃ মমতাজ বেগম 7

শতায়ু সোমেন চন্দ
ডঃ বাসন্তী ভট্টাচার্য 13

Part II

কবিতা সিংহের কবিতাঃ 'এক এক হরফ নেয় রক্তের শরীর'
প্রীতম চক্রবর্তী 20

গ্রামবাংলার জনজীবনের বৈচিত্র্য
প্রসেনজিৎ ভৌমিক 38

বাংলার পটচিত্রের সেকাল - একাল
মৌমিতা নন্দী 47

বামপন্থী আদর্শ ও নারী আন্দোলনের প্রেক্ষায়ঃ
কনক মুখার্জি এবং তাঁর সাহিত্য চর্চা
পারমিতা সরকার 53

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রজা-কল্যাণকর তথা সামাজিক কার্যাবলী
(চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোক)
সুজয় বাগ 60

Scanned with CamScanner

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোবাধ্যায়

ডঃ মমতাজ বেগম

অধ্যাপিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় পদাতিক কবি। পথ চলাতেই তিনি আনন্দ পেতেন। যৌবনের শুরুতেই আশুতোষ কলেজে পড়াকালীন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে বাংলার রাজনীতিতে ও জীবনের মূলদীক্ষায় পথ হাঁটা শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের মূল আদর্শকে নিজের জীবনের ব্রত করে তুললেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রকাশ পেল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পদাতিক' (১৯৪০)। এ শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, এ যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন ও মনন নিঃসৃত নিখাদ অমৃতধারা।

'পদাতিক' কাব্যই চিনিয়ে দিল বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বতন্ত্র স্থানকে। বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখলেন।

'... তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। ...মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোন আর্দশেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্য জীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না, কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় ... কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্য রচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে করি... এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।'[১] সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে সময় কবিতা লিখতে শুরু করলেন সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যের ক্ষেত্রেও থেমে থাকা সম্ভব হয়নি পথ চলতে হচ্ছিল এবং হাতে বীণা না নিয়ে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে [২] অর্থাৎ জীবনের আর এক নাম চলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যে যুবক সমাজকে আহ্বান করে রণসজ্জা ধারণ করতে বলেছিলেন। সেই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। রোমান্টিক কবিও সেদিন অস্ত্র ধারণ করতে বলেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ঠতা অবলম্বন করে অসহায়, দরিদ্র মানুষদের জন্য পথে নেমে পথকেই আপন করে নিলেন। 'মে দিনের কবিতায়' ঘোষণা করলেন-

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা

Scanned with CamScanner